দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৯

খন্দকার জাহিদ হাসান

(থ) 'জি, ডিন, তুমি কট্ !'

স্থানঃ বাংলাদেশের এক বিভাগীয় শহর
দিনঃ বুধবার
সময়ঃ বেলা একটা
প্রথম পাত্রঃ উত্তরবংগের এক অজ পাড়াগাঁ থেকে সদ্য শহরে আগত কুদ্দুস মিঞা
দ্বিতীয় পাত্রঃ এম,বি,বি,এস, তৃতীয় বর্ষের জনৈক ছাত্র রকিব আহ্‌মেদ

*[**প্রেক্ষাপটঃ** প্রফেসর জি, ডিনের পুরো নামটি আসলে কি ছিলো, তা কেউ জানতো না। এ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের এম,বি,বি,এস, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বেশ কৌতূহল ছিলো। কিন্তু অনেক জল্পনা-কল্পনা ও চেষ্টা-চরিত্র ক'রেও তারা তাদের এই 'স্যার'-এর পূর্ণ নামটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে একদিন এম,বি,বি,এস, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রকিব অপ্রত্যাশিতভাবে ও বিনা চেষ্টাতেই এই 'রহস্য'-টি উদ্‌ঘাটন করার মওকা পেয়ে গেল।*

রকিব সেদিন প্রফেসর জি, ডিনের ক্লিনিকের কাছাকাছি এলাকার এক রাস্তায় রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো যে, নূরানী চেহারার সাদা দাড়িওয়ালা এক লুংগীপরা গ্রাম্য ভদ্রলোক সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছেন। এই ষাটোর্ধ ব্যক্তিই হলেন আমাদের উপরোক্ত কুদ্দুস মিঞা।]

কুদ্দুস মিঞাঃ আস্‌সালামু আলাইকুম্। বাবা, তুমি কি এই অঞ্চলোত্‌ই থাকেন?

[কুদ্দুস মিঞার বাড়ী যে এলাকাতে, সেখানকার বাসিন্দারা কথা বলার সময় রীতিগতভাবেই 'আপনি' ও 'তুমি' মিশিয়ে ফেলে।]

রকিবঃ ওয়ালাইকুমুস্ সালাম। জ্বী না চাচা, আমি থাকি আরেকটু দূরে, আমাদের হোস্টেলে। তবে এই এলাকা আমার সব চেনা।.... আপনি কি কোনো ঠিকানা খুঁজছেন?

কুদ্দুস মিঞাঃ তুমি ঠিক-ই ধরিচেন বাপু। বুদ্দিমান ছাওয়াল!

রকিবঃ আপনার কাছে তো ঠিকানা লিখা আছে, না? দিন ওটা আমাকে।

কুদ্দুস মিঞাঃ নারে বাপজান, হামার কাছোত্ কুনো ঠিকানা নাই। সে কারণেই তো আট্‌কা পড়িচি। এ্যাতো জনাক্ নাম ক্যোল্যাম, কেউ চিন্‌ব্যার প্যারলো না।... কি এক মুছিবত্! উট্‌ক্যাতে উট্‌ক্যাতে (খুঁজতে খুঁজতে) জান্‌ডা একদম খিদিবিদি হ্যোয়্যা গ্যালো!!

রকিবঃ আপনি যাকে খুঁজছেন, তার নাম কি?

কুদ্দুস মিঞাঃ নাম ক্যোয়্যা তো কুনো লাভ হ্যোচ্চে নাকো।

রকিবঃ কেন?

কুদ্দুস মিঞাঃ ও্য যে ক্যোল্যাম না, নাম শ্যুন্যা কেউ চিন্‌ব্যার পারিচ্চে না!

রকিবঃ (সামান্য বিরক্তির সুরে) সে তো বুঝলাম। কিন্তু কি করেন তিনি?

কুদ্দুস মিঞাঃ মেডিকলের বিরাট ডাক্তার তাঁই (তিনি)। শুনিচি ছাওয়াল-পাওয়ালেক্ পড়ায়ও। অর জাগাডাই উট্‌ক্যাচ্চি। (তারপর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে কিছুটা চিন্তিত স্বরে) ঠিক ব্যুজল্যাম না, কেউ

চিন্‌ব্যার পারিচ্চে না ক্যান্। অক্ তো এক নামেই সকলের চিনার কতা। এ্যাতোবড়ো একজন ডাক্তার!

[কুদ্দুস মিঞার কথায় একটু আগেই রকিবের কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিলো বটে, কিন্তু 'ডাক্তার' শব্দটি কানে যেতেই এতক্ষণে সে আবার চাংগা হোয়ে উঠলো।]

রকিবঃ তো সেই 'এ্যাতোবড়ো ডাক্তার' সাহেবের নামটা একটু বলুন না।
কুদ্দুস মিঞাঃ অর নাম গরীবুদ্দিন। সম্পর্কে হামার ভাইস্ত্যা হয়।
রকিবঃ কি নাম বল্‌লেন? গরীবুদ্দিন...?

[নামটা রকিবের কাছে কেন যেন চেনা চেনা ঠেক্‌ছিলো। কিন্তু ঠিক স্মরণ ক'রে উঠতে পারলো না এর আগে নামটা সে কোথায় শুনেছে। তাছাড়া নামটা যে কেনই বা তার কাছে চেনা-চেনা মনে হচ্ছিলো, তাও সে বুঝে উঠতে পারলো না। মহা এক গোলক-ধাঁধায় প'ড়ে গেল রকিব। নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিলো তার। ওদিকে চাচামিঞা গরীবুদ্দিনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে চল্‌লেন।]

কুদ্দুস মিঞাঃ হ্যাঁ, গরীবুদ্দিন। খাটো-খুটো মানুষ। মাথাত্ এ্যাখুনো অল্প-বিস্তর চুল আচে। টাক পড়িচে, কি পড়েনি— তা ঠাওর করা খুব মুস্কিল। দুই চোখোত্ মুটা কাঁচের চশমা.....

['মুটা কাঁচের চশমা'-র কথা শুনেই রকিব মনে মনে চম্‌কে উঠলো, ''আরে, এ তো আমাদের জি, ডিন স্যার! 'জি, ডিন'... তার মানে 'গরীবুদ্দিন'! আহা, কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে!! 'জি, ডিন' মানে 'গ-রী-বু-দ্দি-ন! আর বিলম্ব নয়। এখন-ই হোস্টেলে ফিরে সদ্য-আবিষ্কৃত এই তথ্য-বোমাটি সশব্দে ফাটাতে হবে।... জি, ডিন, আজ তুমি কট্! হাঃ হাঃ হাঃ!!!'' *'চাচামিঞা'-কে তাড়াতাড়ি প্রফেসর জি, ডিন ওরফে গরীবুদ্দিনের ক্লিনিকটা দেখিয়ে দিয়েই ঝড়ের বেগে রকিব হোস্টেলের উদ্দেশ্যে ছুটলো।]*

(কল্পনার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

(দ) 'মানুষ বনাম মানুষ'

স্থানঃ বাংলাদেশের এক বিভাগীয় শহর
দিনঃ বুধবার
সময়ঃ বেলা সোয়া একটা
প্রথম পাত্রঃ উত্তরবংগের অজ পাড়াগাঁ থেকে সদ্য শহরে আগত কুদ্দুস মিঞা
দ্বিতীয় পাত্রঃ প্রফেসর জি, ডিনের ক্লিনিকের দ্বাররক্ষী-তথা-প্রহরী 'ট্যারা ভুলু'।

*[**প্রেক্ষাপটঃ** জনৈক এম,বি,বি,এস, ছাত্র রকিবের সহায়তায় কুদ্দুস মিঞা তাঁর দূর সম্পর্কের ভাতিজা প্রফেসর জি, ডিন ওরফে অধ্যাপক গরীবুদ্দিনের ক্লিনিকটি খুঁজে পাওয়ার পর রকিবের জন্য বিড়বিড় ক'রে অনেক দোয়া বখ্‌শালেন,* ''তুমি ব্যাঁচে থাকেন ধন, আলাহ্ আপনার ম্যালা হায়াত দারাজ করুক!'' *যা-হোক, গুন্‌গুন্ করতে করতে হৃষ্টচিত্তে কুদ্দস মিঞা যেইমাত্র চত্বরের ফটক পেরোতে গেলেন, আর অম্‌নি সেখানকার দারোয়ান ট্যারা ভুলু 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে তাঁর পথ আট্‌কালো।*

ট্যারা ভুলুর ভালো নাম হলো 'আবদুল করিম' ও ডাক নাম 'ভুলু'। কিন্তু সে ট্যারা ব'লে সবাই তাকে 'ট্যারা ভুলু' ব'লেই জানতো। এ-কারণে বেচারার মনে খুব দুঃখ ছিলো। মানুষ কেন যে অন্যের শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলোকে কটাক্ষ ক'রে একে অপরকে সম্বোধন বা সনাক্ত করে, তা তার বোধগম্য ছিলো না।

যেমন, 'কাইল্যা জাফর', 'বাঁটু অমল', 'লেংড়ী বেলী', 'মুখ-ব্যাঁকা শানু', কিংবা 'পাগলা ফরিদ'– এই ধরণের বিশেষণযুক্ত নামের ব্যাপারে ট্যারা ভুলুর ভীষণ আপত্তি ছিলো। কিন্তু কি আর করা! মানুষের মুখ তো আর সে একা বন্ধ করতে পারে না।

কর্মস্থলে নিজ দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে ট্যারা ভুলু সাংঘাতিক রকমের কড়া ছিলো। তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে কেউ ব্যর্থ হ'লে ক্লিনিকের ভেতরে যাওয়ার ভাগ্য তার কোনোভাবেই হতো না। তাই ভুলু তার মনিবের খুব আস্থাভাজন হ'লেও বাইরের লোকজনের কাছে একজন ভীষণ নীরস প্রকৃতির মানুষ হিসাবেই সে চিহ্নিত ছিলো। তার ওপর আবার ট্যারা দু'চোখের কারণে তার এই জনপ্রিয়হীনতা আরো তুংগে উঠেছিলো।

যা হোক, স্রেফ অবস্থানগত ও পরিস্থিতিগত কারণে উপরোক্ত দুই আপাতঃ ভালো মানুষ অর্থাৎ ট্যারা ভুলু ও কুদ্দুস মিঞার মধ্যে সেদিন কি ধরণের বাক্-বিতন্ডা শুরু হোয়েছিলো, এখন তার-ই বিবরণ দেওয়া যাক। এখানে দু'জনের ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য একটি লক্ষ্যণীয় ও উপভোগ্য বিষয়।]

ট্যারা ভুলুঃ এই যে হাজী সাহেব, না ব্যুল্যা-কয়্যা এভাবু (এভাবে) হড়বড়িয়্যা ভিতরে ঢ্যুক্যা য্যাছেন ক্যান্?

কুদ্দুস মিঞাঃ হ্যাজী সাহেব!? হ্যাজী সাহেব আবার কে? হ্যামি (আমি) হ্যাজী-প্যাজী কেউ না বাপু!। হামার নাম হ্যোচ্চে কুদ্দুস মিঞ্যা। ইড্যা (এটা) হ্যোলো হামার ভাইস্ত্যার বাড়ী, আর এটি (এখানে) ঢুকার কেন্নে (জন্যে) হামাক্ লিতে হবে তুমার অনুমিতি? হামাক্ গাধা পাচো (পেয়েছো) নাকি?

ট্যারা ভুলুঃ চেহারা-সুরত দেখ্যা তো আলেমদার ভালো মানুষ ব্যুল্যাই মুনে হয়। কিন্তুক্ এত জমিদারী ভাব কোতি (কোথায়) প্যালেন?

কুদ্দুস মিঞাঃ এই, ভালো ক্যোর‍্যা কতা কও । হামাক্ একঘুড়ি (এখনি) ভিতরে যাওয়া ল্যাগ্‌বে। শ্যুন্‌বার প্যাচ্চো ন্যা, চারিদিক্ আজান পড়িচ্চে, নামাজ পড়া ল্যাগ্‌বে ন্যা? ঠসা ন্যাকি? ক্যোল্যাম তো এটি হামার ভাইস্ত্যা গরীবুদ্দিন থাকে। ভাইস্ত্যার বাড়ীত্ চাচা জমিদারী দ্যাকাবে, নাতে কে দ্যাকাবে, তুই দ্যাকাবু?

ট্যারা ভুলুঃ এই মিঞা, খবর্দার 'তুই-তুখ্যারী' ক্যোরবেন নাখো! নামাজ প্যোঢ়ভেন তো মোহোজিতে (মস্‌জিদে) যান। এড্যা কুনো বাড়ী-টাড়ী না, এড্যা হ্যোছে ক্লিনিক অফিস। এখ্যানে কুনো গরীব-মিশ্‌কিন থাকে নাখো। এড্যা হ্যোলো আমাদের শারের (স্যারের) চেম্বার। আমি হ্যোলাম গিয়্যা শারের শিকুরিটি (সিকিউরিটি) গার্ড। আমার সাঁথে মুখ সাম্‌লিয়্যা কথা ব্যুল্‌বেন। না হ্যোলে গর্দানে এক ধাক্কা দিয়্যা ভাগোলপুর পাঠিয়্যা দিবোহিনি, হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ...

কুদ্দুস মিঞাঃ (ডান হাত চড়ের ভংগীতে উপরে তুলে) এই দ্যাক্ , এদিক্ তাকা, ওদিক্ কুন্টে (কোথায়) তাকায়্যা অ্যাচু (আছিস্)? ট্যারা নাকি? এই হামার দিক্ ভালো ক্যোর‍্যা তাকায়্যা কতা ক'।... চড় খাবু? এক চড়ে দু'প্যাটির সব দাঁত এক্কেরে খসায়্যা দিবোনি!

ট্যারা ভুলুঃ কি-ই-ই–, আমাখে চোখ রাংগিয়্যা কথা বুলে, অ্যাতো বড়ো সাহুস-আলা কুনো বাপের ব্যাটা আ্যাখুনো দুনিয়ার বুকে পয়দা হয়নিখো! হাত নীচে নামিয়্যা না লিলে শ্যাঁটার হাড় একদম ভ্যাংগ্যা দিবোহিনি, হ্যাঁ...!!

কুদ্দুস মিঞাঃ এই বেত্তোমিজ, তুক্ এটি কে চার্‌কী (চাকুরী) দিচে? শালার ট্যারা আবার চোকিদার হচে! আবার লম্বা লম্বা কতা কয়! তুর চার্‌কী হ্যামি অ্যাজি খামু! বজ্জাত গাভীর চায়্যা ফাঁকা গুয়ালঘর থাকা অনেক ভালো।

[ট্যারা ভুলু সামান্য দমে গেল। এ-রকম বেয়াড়া ধরণের মানুষের পাল্লায় সে বহুকাল পড়েনি।
ওদিকে শোরগোল শুনে প্রফেসর জি, ডিন তাঁর বেয়ারাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন কি ব্যাপার তা দেখার জন্য। নিরীহগোছের বেয়ারা সব দেখে-শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল। তারপর সড়াৎ ক'রে আবার প্রফেসরের চেম্বারে ঢুকে প'ড়ে তাঁকে সবকিছু খুলে বল্‌লো। ইতিমধ্যে বাইরের চেঁচামেচি এত বেড়ে গিয়েছিলো যে, প্রফেসর সাহেব নিজেই বের হোয়ে আসতে বাধ্য হলেন। তারপর কুদ্দুস মিঞাকে দেখেই তিনি আঁৎকে উঠলেন, ''কি সর্বনাশ, আজ-ই বুধবার না! হায় খোদা, পরশুরাতে কতোবার মনে করলাম যে, আজ সকালে চেম্বারে এসেই ভুলুকে চাচাজানের আসার কথা ব'লে রাখতে হবে। আর সকাল থেকেই সবকিছু একেবারে ভুলে ব'সে আছি! ছিঃ ছিঃ, কি বেইজ্জতি ব্যাপার!!''

প্রফেসর জি, ডিন দ্রুত গেটের কাছে এসেই কুদ্দুস মিঞাকে কদম্‌বুসি করলেন। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত ধ'রে স-সম্মানে তাঁকে চেম্বারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু কুদ্দুস মিঞা বেঁকে বসলেন। না, তিনি ভেতরে যাবেন না। আগে এই বেয়াদ্দপ্ চৌকিদারের বিচার হবে, তারপর অন্য কথা। তিনি বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ট্যারা ভুলুর দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন, আর সদর্পে বলছিলেন, ''দেগিচু (দেখেছিস্)? এই যে দ্যাক্ , ভালো কোর্‌্যা তাকায়া দ্যাক্ , ক্যান্ হ্যামি জমিদারী ভাব কোরিচ্চিল্যাম। হামার ভাইস্ত্যার বাড়ীত্ হামাক্ ঢ্যুকতে দিস্ না, এত বড়ো বুকের পাটা তুর (তোর)!... আরে, ওদিক্ কুন্টে তাকায়্যা অ্যাচু? হামার দিক্ ভালো ক্যোর্‌্যা তাকায়্যা দ্যাক্ ! (তারপর প্রফেসরকে উদ্দেশ্য ক'রে) বাবা গরীবুদ্দিন, তুমি এই ট্যারা ব্যাদ্দপ্‌টাক্ এটি চার্‌কী দিচো ক্যান্ বাপ? অর চার্‌কী তুমি একঘুড়ি খাও, হামার হাতোত্ (হাতে) অনেক ভালো লুক (লোক) আচে।।.....'', *ইত্যাদি, ইত্যাদি।*

ট্যারা ভুলুর ট্যারা দু'চোখ তখন চড়কগাছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এতটাই ভড়্‌কে গিয়েছিলো যে, তাকে আরো বেশী ট্যারা দেখাচ্ছিলো। তার এত সাধের চাকুরীটি নিয়ে বেচারা সত্যিসত্যিই এবার বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লো। কুদ্দুস মিঞা আর তাঁর ভাতিজা গরীবুদ্দিন ততোক্ষণে প্রফেসর জি, ডিনের চেম্বারে ঢুকে পড়েছিলেন।]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ৩১/১০/২০০৬

লেখক পরিচিতি জানতে উপরে লেখকের ছবিতে টোকা দিন

সুধী পাঠক,

খন্দকার জাহিদ হাসানের বাস্তব ঘটনার আলোকে রচিত রম্যরচনাগুলো প্রবাসে অনেকের স্মৃতির ঝাঁপিতে নাড়া দিয়েছে বলে আমরা আনন্দিত। জাহিদের লেখায় এক ঝিলিক সুখ ও আনন্দের রশ্মি প্রবাসজীবনে ব্যস্ত হৃদয়ের উঠোনে ঠিকরে পড়ে জেনে আমরা ধন্য। আপনাদের সুখবাণী জাহিদের অনুপ্রেরনা জোগাতে পারে আশায় আজ পুনরায় ওঁর ইমেইলটি নীচে জুড়ে দিলাম। ধন্যবাদ - - সাম্পানওয়ালা

Email # zkhondke@bigpond.net.au